

প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

‘প্রতিবেদন’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘বিবরণী’। কিন্তু ‘বিবরণী’ বললে ‘প্রতিবেদন’ কথাটির মর্মার্থ বোঝায় না। কারণ, ‘প্রতিবেদন’ ইতোমধ্যে বিশেষ প্রতীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে, সেখানে সংযুক্ত বিশেষ শৃঙ্খলা। তাই বলা যায়, ‘প্রতিবেদন হলো কোনো অনুষ্ঠান, ঘটমান ঘটনা কিংবা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা পক্ষ সমীপে যথানিয়মে গদ্যে লিখিত বিবরণ।

প্রতিবেদনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Report। তবে ইংরেজি রিপোর্টের অর্থের চেয়ে প্রতিবেদন আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রিপোর্ট অর্থ কোনো ঘটনার হুবহু বর্ণনা। কিন্তু প্রতিবেদনের দ্বারা কোনো ঘটনার অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণমূলক বিবৃতিকে বোঝায়। সুতরাং প্রতিবেদন বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ভিত্তিতে সে বিষয়ের ওপর কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতব্য প্রস্তুতকৃত বিবরণীকে বোঝায়। তথ্য, ঘটনা, সমস্যা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত প্রদানও প্রতিবেদনের লক্ষ্য।

প্রতিবেদন রচনাকারীকে বলা হয় প্রতিবেদক। আর প্রতিবেদক যা রচনা করেন তাই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন রচনাকারীকে বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়।

অধ্যাপক মাইক হ্যাচের মতে, ‘প্রতিবেদন হলো একটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি যা কোনো বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক বর্ণনাবিশেষ। একে যথেষ্ট সতর্কতা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণের পর তৈরি করা হয়।’

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল পত্রে ‘জনাব’ ব্যবহার করা অনুচিত। জনাব হলো ইংরেজি ‘গং, পরিভাষা। লেখা উচিত মহোদয়। কারণ, মহোদয় হলো ‘Sir’-এর পরিভাষা। মহোদয়-এর স্ত্রীবাচক মহোদয় ভুল নয়। তবে সাম্প্রতিক বিবেচনায় মহোদয়া না লিখে মহোদয় লেখাই শ্রেয়।

প্রতিবেদনের শ্রেণিকরণ

প্রতিবেদন তৈরি হয় নানা ঘটনা, দুর্ঘটনা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি ওপর নির্ভর করে। প্রতিবেদক (Report) বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেন। দুর্ঘটনার তদন্ত করে প্রতিবেদন হতে পারে। অফিসের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে। কোনো সভা, আলোচনা, অনুষ্ঠান শেষ তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন লেখা হতে পারে। সাধারণত সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে যে ব্যক্তি নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করেন তাকে নিয়মিত প্রতিবেদক বলা হয়। আবার কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে হঠাৎ করেই কেউ কোনো প্রতিবেদন তৈরি করলে তাকে সাময়িক প্রতিবেদক বলা হয়। কোনো অফিস, কোম্পানি বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব অফিসিয়াল প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

সার্বিক ভাবে বিবেচনা করে প্রতিবেদনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

ক. সংবাদ প্রতিবেদন

খ. ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

গ. দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন
ঘ. সাধারণ প্রতিবেদন

সংবাদ প্রতিবেদন : সংবাদ সংস্থা বা সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিবেদক এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং তা তিনি সংবাদপত্রে পাঠান।

ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন : এই ধরনের প্রতিবেদন সাধারণত সমস্যা ও উন্নয়নমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক গবেষণার প্রতিবেদনগুলো এই শ্রেণিভুক্ত। এই ধরনের প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানমূলক বা গাণিতিক তথ্য পরিবেশন করা হয়।

দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন : সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করে। হিসাব-নিকাশ, উন্নয়ন, দুর্নীতি, বেতন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে। এক্ষেত্রে অবশ্য সময় বেধে দেওয়া হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা ও নাম ঘোষণা করা হয়। হত্যা, দুর্ঘটনা নিয়ে পুলিশ যে প্রতিবেদন তৈরি করে, সেগুলো তদন্ত প্রতিবেদন বলা হলেও তা আসলে অফিসিয়াল প্রতিবেদন।

সাধারণ প্রতিবেদন : সাধারণ প্রতিবেদনের সীমানা অনেক বিস্তৃত। ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে নানাভাবে প্রতিবেদন তৈরি হয়, সেগুলো সাধারণ প্রতিবেদন। স্কুলে বা কলেজের অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপন নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি হয়, এগুলো সাধারণ প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো বিষয় সম্যকভাবে বা সবার গোচরভুক্ত করা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের জনগণকে অবহিত এবং রেকর্ড রাখাও এর লক্ষ্য। প্রতিবেদন লেখা হলে বা সংবাদপত্রে ছাপা হলে যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তারাও ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এক ধরনের নাগরিক সচেতনতা এর মাধ্যমে তৈরি হয়। প্রতিবেদনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ঘটনার বা সত্য উদ্‌ঘাটন বা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে তা লিপিবদ্ধ করা।

প্রতিবেদনের গঠন, লেখন ও উপস্থাপনশৈলী

সব ধরনের প্রতিবেদন একই গঠনশৈলী মান্য করে না। তবে এর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবেদনের গঠন, লেখন ও উপস্থাপনশৈলী উল্লেখ করা হলো:

ক. সংবাদ প্রতিবেদন

১. প্রতিবেদন আকর্ষণীয় একটি শিরোনাম (Head Line/Heading) প্রয়োজন। কিন্তু তা হবে সংহত ও আকর্ষণীয়। ‘বাংলাদেশ বিমান ক্রিকেট দলকে আবাহনী ক্রীড়াচক্র পরাজিত করেছে’-এই শিরোনামে বিষয়বস্তু ও অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু এই শিরোনাম আকর্ষণীয় নয়। যদি লেখা হয়: ‘বিমানকে ভূপাতিত করলো আবাহনী’ তাহলে সেখানে যেমন অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনি তা আকর্ষণীয়ও হয়। কারণ ভাবতে হবে, এই প্রতিবেদন ছাপা হবে ‘খেলার পাতা’য়। এখানে ‘বিমান’ অর্থ ‘বিমান ক্রিকেট দল’ই প্রতিবেদন ছাপা হবে ‘খেলার পাতা’য়। এখানে ‘বিমান’ অর্থ ‘বিমান ক্রিকেট দল’ই প্রতিবেদন ছাপা হবে ‘খেলার পাতা’য়। এখানে ‘বিমান’ অর্থ ‘বিমান ক্রিকেট দল’ই প্রতিবেদন ছাপা হবে ‘খেলার পাতা’য়। এখানে ‘বিমান’ অর্থ ‘বিমান ক্রিকেট দল’ই প্রতিবেদন ছাপা হবে ‘খেলার পাতা’য়।

উপ-শিরোনামে প্রাতিবেদনের বিষয়ের নাম অংশ অসম্পূর্ণ বাক্যে লেখা হয়।

৩. প্রতিবেদনের সূচনাতে 'নিজস্ব প্রতিবেদক' বা 'নিজস্ব প্রতিনিধি' কথা লিখতে হয়। প্রতিবেদনের তারিখ দেওয়া যেতে পারে।
৪. প্রতিবেদকের পরিচয় প্রদান প্রতিবেদনের নিচে করতে হবে। ডাকযোগে প্রেরিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের রাবার স্টাম্প লাগিয়ে স্বাক্ষর তারিখ প্রদান করলেই চলে। বৈদ্যুতিন ডাক বা বৈ-ডাক বা ই-মেইলে পাঠানো প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের স্বাক্ষর (স্ক্যান করে) না দিলেও চলে। প্রতিবেদক নিজের ই-মেইল আইডি থেকেই প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। অথবা এক্ষেত্রে প্রতিবেদক নিজের নাম ও তারিখ প্রদান করবেন।

খ. ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

- ১) আয়তনে বড় হয়। কারণ বিস্তৃত বিষয় এর পরিধি। যেমন: সুন্দরবনের পরিবেশ বিপর্যয় বা সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ।
- ২) একটি শিরোনাম মূলে থাকবে। তবে প্রতিবেদনের মধ্যে একাধিক উপ-শিরোনাম থাকতে হবে।
- ৩) পরিসংখ্যান ব্যবহারের জন্য ছক তৈরি করা যেতে পারে।
- ৪) স্থানীয়দের বা বিশেষজ্ঞদের মতামত সংযুক্ত হতে পারে।
- ৫) প্রতিবেদকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে।
- ৬) এ ধরনের প্রতিবেদন পৃথক পুস্তিকাকারে বাঁধাই সমেত উপস্থাপন করতে হয় বিখ্যাত কভার পৃষ্ঠায় প্রতিবেদনের শিরোনাম, প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা, উপস্থাপনা-প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা এবং উপস্থাপনের মাস ও বছর (নির্দিষ্ট তারিখের, প্রয়োজন নেই) উল্লেখ করতে হয়। প্রতিবেদকের যদি কোন নির্দেশক থাকেন, এই পৃষ্ঠায় তাঁরও নাম থাকবে।
- ৭) মূল প্রতিবেদনের পূর্বে নির্দেশক (যদি থাকেন) এবং প্রতিবেদকের সংক্ষিপ্ত 'পূর্বকথা' সংযুক্ত হতে পারে।

গ. দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন

- ১) যেহেতু এ ধরনের প্রতিবেদন সাধারণত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগদানকারী দ্বারা আদিষ্ট হয়ে লিখিত হয় সেহেতু এ প্রতিবেদনের ওপর একটি ছোট উপস্থাপনপত্র সংযুক্ত করতে হবে। এই পত্রে বরাবর, স্মারকসূত্র, বিষয় লিখতে হবে। পত্রের শেষে থাকবে প্রতিবেদক উপস্থাপকের নাম ও পরিচয়।
- ২) মূল প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম থাকবে। তবে তা একটু বড় লিপি বা হস্তাক্ষর উপস্থাপিত হবে।
- ৩) মূল প্রতিবেদনের অভ্যন্তরে কিছু পয়েন্ট উপস্থাপিত হতে পারে। তার উপ-শিরোনামও থাকতে পারে।

- ৪) প্রয়োজন হলে সাক্ষীর জবানবন্দিও সংযুক্ত হতে পারে।
 - ৫) সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে।
 - ৬) প্রতিবেদনের নিচে প্রতিবেদকের অনুস্বাক্ষর বা কমিটি প্রধানের অনুস্বাক্ষর থাকবে।
- সাধারণ প্রতিবেদন**
- এটি যেহেতু অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবেদন সেহেত, এর গঠনগত বাধ্যবাধকতা তেমন নেই। তবে শিরোনাম অবশ্যই থাকবে।
- ১) আয়তন বা অনুচ্ছেদের কোনো বেঁধে দেওয়া সীমা নেই।
 - ২) সংবাদপত্রে প্রকাশ; জেলা প্রশাসক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি জন্য হলে একটি উপস্থাপনপত্র সংযুক্ত করতে হবে। সেখানে স্মারকসূত্রের প্রয়োজন নেই। বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিবেদকের নাম ও পরিচয় স্পষ্ট করে সে পত্রে জানাতে হবে।

প্রতিবেদন লেখার কৌশল

একটি ভালো প্রতিবেদন রচনার জন্য প্রতিবেদক নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন:

- ১) প্রতিবেদন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও স্পষ্ট হতে হবে।
- ২) প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন।
- ৩) প্রতিবেদক একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সত্য বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পরিবর্শন করবেন।
- ৪) কোনো সমস্যার দৃশ্যপট বা চিত্র ভিত্তিক অথবা স্থিরচিত্র ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহণ ও ব্যবহার করবেন।
- ৫) প্রতিবেদককে প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে।
- ৬) এছাড়াও তথ্য বা উপাত্ত বর্ণনামূলক বা সাংকেতিক উভয় প্রকার হতে পারে। তবে সাধারণত বর্ণনামূলক প্রতিবেদনের চেয়ে সাংকেতিক বা গাণিতিক পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক সংখ্যা সারণী বা পাইচার্ট ইত্যাদি পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।
- ৭) প্রতিবেদক সেকেভারি তথ্য যত কম গ্রহণ করবেন, প্রতিবেদনের মান ততো ভালো বা বস্তুনিষ্ঠ হবে। এজন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।
৮. প্রতিবেদনে সিদ্ধান্তে উপনীতে হওয়া এবং উত্তরণের জন্য প্রতিবেদকের সুচিন্তিত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনের অংশ

একটি আদর্শ প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে। যেমন-

- ক. প্রারম্ভিক অংশ
- খ. মূল অংশ
- গ. পরিশিষ্ট অংশ

প্রারম্ভিক বা সূচনা অংশে থাকে প্রতিবেদনের বিষয় সম্পর্কে ভূমিকা, সূচিপত্র ও আলোচনার সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস। অপরদিকে, প্রতিবেদনের মূল অংশে বা প্রধান অংশে থাকে বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনাসহ সুপারিশ ও উপসংহারমূলক বিবৃতি। পরিশিষ্ট অংশ বা শেষ অংশে থাকে তথ্যসূত্র, গ্রন্থতালিকা, বা তথ্য নির্দেশ।

প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য

ক. **আগে চাই পরিকল্পনা :** প্রতিবেদন তৈরির আগে প্রতিবেদককে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, তিনি কীভাবে প্রতিবেদন লিখবেন। মূল অংশে কী কী তথ্য থাকবে, কোনটার পর কোনটা হবে, দ্রুত ভেবে নিতে হবে।

খ. **সংহত :** প্রতিবেদনে অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা উচিত নয়। অর্থাৎ প্রতিবেদন হবে সংহত।

গ. **নিরপেক্ষতা বজায় :** প্রতিবেদন লেখার আগে কারো প্রতি বা কোনো গোষ্ঠীর প্রতি পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণা বা সিদ্ধান্ত যেন না থাকে। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। প্রতিবেদককে থাকতে হবে নৈব্যক্তিক ও আবেগমুক্ত।

মনে রাখা দরকার, প্রতিবেদক কোনো নীতিবিদও নন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যও নন, বিচারকও নন। তার কাজ হচ্ছে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করা।

ঘ. **পর্যাপ্ত তথ্য :** প্রতিবেদন যেন পর্যাপ্ত তথ্যসমৃদ্ধ হয়, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। প্রতিবেদক কোথায় গিয়ে কী কী দেখলেন, কী কী শুনলেন, কী কী বুঝলেন, কেন এটি হলো, এ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কী, সুপারিশই বা কী কী-তা সব লিখতে হবে।

ঙ. **বাহুল্য বর্জন :** তথ্য দিয়ে গিয়ে প্রতিবেদন যাতে তথ্যভারে জর্জরিত না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত কথা বাদ দিতে হবে।

চ. **ভাষা হবে সহজ, সরল অথচ শিল্পগুণসমৃদ্ধ :** প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজবোধ্য এবং সরল ও স্পষ্ট। ভাষা যেন দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, স্ববিরোধী, বহুদিক-জ্ঞাপক না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বানান, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি যেন ব্যাকরণসম্মত হয়। যে কেউ পড়ে সহজেই তা বুঝতে পারে। দুর্বোধ্য বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ছ. **নতুন প্রসঙ্গে নতুন পরিচ্ছেদ :** ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে সাজাতে হবে। এক অনুচ্ছেদে সবকিছু না সাজানোই ভালো। প্রতিবেদকের পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ একাধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জ. **উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ :** প্রতিবেদন তৈরি করার সময় প্রতিবেদক তার লক্ষ্যে কখনো যেন ভুলে না যান। অর্থাৎ অসঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবেদন কখনোই কাম্য নয়।

প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবেদন একটি স্থায়ী ও প্রামাণ্য দলিল। এজন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আইন-আদালত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণকেই আগে প্রতিবেদন বলা হতো, কিন্তু আধুনিককালের নানা ধরনের জটিলতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেড়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর উপযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদন থেকে খুঁটিনাটি তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং তার প্রেক্ষিতে কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কোনো সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন অত্যন্ত উপকারী। এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠন, নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ, ফলাফল নিরূপণ, সমন্বয় সাধন ইত্যাদি সহজ হয়। বলিষ্ঠ যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবেও প্রতিবেদন অনন্য ভূমিকা রাখে। বিরোধপূর্ণ এবং জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

নমুনা : সংবাদ প্রতিবেদন

১. শহরে চাঁদাবাজি সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন।

কামালপুরে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক : ৭ জুলাই, ২০১৪

চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের হাতে কামালপুরবাসী জিম্মি হয়ে পড়েছে। এদের দাপটে মানুষের প্রতিটি প্রহর কাটে আতঙ্কের মধ্যে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও চাঁদাবাজরা সাম্প্রতিক বাসাবাড়িতে গিয়েও হানা দিচ্ছে। গতকাল সকাল দশটা থেকে এগারটা পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করে কিছু সময় দোকানপাট বন্ধ রাখে। ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা গেছে, শহর জুড়ে গড়ে উঠেছে চাঁদাবাজদের বিশাল চক্র। নগরের পাড়া-মহল্লার বখাটে তরুণরা জড়িয়ে পড়েছে এদের সঙ্গে। এদের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নগরবাসী অতিষ্ঠ। প্রাণহারানো আশঙ্কায় চাঁদাবাজদের দাবি মেটাতে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এদের প্রধান টার্গেট। সন্ত্রাসীরা চাঁদা চেয়ে না পাওয়ায় অগ্রদূত জয়েলার্স নামের একটি দোকানে বোমা নিক্ষেপ করে।

দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ী নেতারা গতকাল রাতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

চাঁদাবাজদের শিকার এমন কয়েজন এ প্রতিনিধিকে জানান, চাঁদাবাজরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাড়িতে গিয়ে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। চাহিদা মোতাবেক টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তারা জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে। এক ব্যবসায়ী তার জীবন রক্ষার জন্য চাঁদাবাজদের গোপনে অর্থ প্রদান করলেও প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছে না। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তথা প্রভাবশালী মহলের ছাত্রছাত্রী থেকে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় এদের দাপট এতই বেড়ে গেছে যে মানুষ

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।
সাহস পাচ্ছেন না।

কয়েক মাস আগে শহরের বেশ ক'জন ব্যবসায়ীকে এরা চিঠি দিয়ে চাঁদা দাবি করে বাস স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ভুক্তভোগীরা চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী দমন পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন। এই মহলের মতে, সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশ শক্ত অবস্থান নিলে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস দমন করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

২. তোমার এলাকার 'বন্যা পরিস্থিতি'র ওপর একটি প্রতিবেদন।

সারাদেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি চরম দুর্ভোগে অসহায় মানুষ। বেড়েছে পানিবাহিত রোগ নিজস্ব প্রতিবেদক : ২০ জুলাই, ২০১৪

অতিবর্ষণ না হলে বা উজান থেকে ঢল না নামলে সারা দেশের সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতি দু'তিনটি জেলা বাদে আগামীকাল থেকে উন্নতির দিকে যেতে পারে। শনিবার ঢাকা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেট বাদে আর সব জেলার বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি ঘটে। ভূ-পূর্ণিমার প্রভাব কেটে যাওয়ার ফলে বন্যার পানি আজ দ্রুত বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হবে বলে একজন বন্যা বিশেষজ্ঞ জানান। শুক্র ও শনিবার দেশে বর্ষণের পরিমাণও তেমন ছিল না বলে একজন আবহাওয়াবিদ জানান।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতার ফলে পানি আটকা থাকবে বলে বন্যা বিশেষজ্ঞ জানান। এসব স্থান থেকে পানি নামতে সময় নেবে।

সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য অবনতির কারণ প্রসঙ্গে বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে জানা যায়, উজান থেকে কুশিয়ারায় পানি ২১ মে. মি. বেড়ে বিপদসীমার ৬১ সে.মি.ওপর দিয়ে বইছে। আজও সুরমা ও কুশিয়ার পানি বাড়তে পারে।

আরিচা ছাড়া যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের পানি আর কোথাও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে না। তবে সিরাজগঞ্জের উজানে ব্রহ্মপুত্রের পানির স্তর কমা থেকে গিয়ে স্থির রয়েছে। ভৈরববাজার থেকে ভাটির দিকে মেঘনার পানির স্তরও অপরিবর্তিত থাকবে।

ঢাকা-মাওয়া-খুলনা ও ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন।

মুন্সীগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও জেলা শহরের ৮৭% এখনও পানির নিচে রয়েছে বলে গতকাল নিজস্ব সংবাদদাতা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজারিয়ার বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহন চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে নতুন করে গোমতীর পানি বাড়ায় দাউদকান্দির বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি দেখা দিয়েছে বলে সংবাদদাতা জানান।

সরকারি তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে, শনিবার আরও ১৮০ ব্যক্তির ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে সারাদেশে ডায়রিয়াসহ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫ হাজার ৮৭২ জনে।

নমুনা : ক্ষেত্রসমীক্ষা বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

১. কলা ও আনারসের ওপর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোন প্রয়োগ সম্পর্কে প্রতিবেদন।

শেরপুরে ব্যাপক কলা ও আনারস চাষ : রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোনের যথেষ্ট ব্যবহার শুভ ঘোষ

(অনুসন্ধান দল প্রধান)

পাতাবাহার প্রকৃতি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে পরিচালিত অনুসন্ধান
মার্চ, ২০১৪

শেরপুর জেলার গারো পাহাড় এলাকায় দোখলা বাজারে আজ প্রায় ১৩ বছর ধরে কীটনাশক ও সারের ব্যবসা করেন মোতালেব হোসেন। তার দোকান 'মোতালেব ট্রেডার্স' এ বাজারের প্রথম সার ও কীটনাশক দোকান বলে দাবি করেন মোতালেব। এখন তিনি কীটনাশক কোম্পানি সিনজেনটার পরিবেশক। এ বাজারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের দোকানের সংখ্যা এখন সাতটি। বেশির ভাগ দোকান গড়ে উঠেছে গত ৬-৭ বছরে আগে। "সাত-আট বছর ধইর্যা কলা চাষ বাড়তছে। আনারস তো আছেই। ফসল বড় করোনের লাইগ্যা, পাকানোর লাইগ্যা হরমোন লাগে। তাছাড়া অন্যান্য কীটনাশক তো আছেই। কলা আনারসের আবাদ যত বাড়ছে দোকানও বাড়ছে সে মতো," দোখলা বাজারে সার-কীটনাশকের দোকান বেড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন মোতালেব। জানালেন, প্রতিবছর তিনি প্রায় ১২ লাখ টাকার মালামাল বিক্রি করেন। এর মধ্যে হরমোন এবং ছত্রাকনাশক (টিল্ট নামে পরিচিত, কলার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়) বিক্রি প্রায় ছয় লাখ টাকার। কিনাইগাতি উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরের এ উপজেলায় বোরোর চাষ হয় ১২ হাজার ৫শ হেক্টর জমিতে। আর কলা ও আনারস মিলিয়ে চাষ হয় ১০ হাজার ৮শ হেক্টর জমিতে। আনারস ৭ হাজার ১শ হেক্টর এবং কলা ৩ হাজার ৭শ হেক্টরে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. হযরত আলী জানান, ধানের পরে কিনাইগাতির দ্বিতীয় ফসল (অথবা ফল) হলো আনারস এবং তৃতীয় স্থানে আছে কলা।

এই দুই ফসল চাষের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক বা হরমোনের বাজার যে রমরমা তা বোঝা গিয়েছিল মোতালেব হোসেনের কথাতেই। উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য, মধুপুরে কীটনাশকের ডিলারের সংখ্যা ১৭৮। তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের দেওয়া হিসাবে এ সংখ্যা পাইকারী ও খুচরা মিলিয়ে ২৪৪। টাঙ্গাইল জেলায় এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। আনারস-কলার কল্যাণে (?) কীটনাশক ডিলারের সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঘাটাইল উপজেলা, ডিলার সংখ্যা ১৭১।

শেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সূত্রে জানা যায়, ২০১০-১১ সালে জেলার মোট ৭৮০৫ হেক্টর জমিতে আনারস আবাদ হয়। এর মধ্যে কিনাইগাতিতেই হয় ৬,৮০০ হেক্টর। এ সময়ে উৎপাদিত কলার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন। কিনাইগাতিতেই উৎপাদিত হয় ১ লাখ ৯৭ হাজার ২০০ মেট্রিক টন আনারস।

মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করে। "ওরা যা বলেছেন তারা সঙ্গে আমা বিরোধিতা করছি না। তবে আমার কথা তার মন্তব্য হলো, "এসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে হয়তো এমন কিছু হচ্ছে না কিন্তু আজ থেকে ২০ বা ২৫ বছর পর দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোর প্রভাব কি হবে-সেটা কে বলবে?" সাগরময় বড়ুয়া মনে করেন, "যা কিছু প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর। কৃত্রিম যা তা পর্যন্ত ভালো হতে পারে না।"

একটি অনুসন্ধান এবং তার ফলাফল

কলা ও আনারস বা অন্যান্য ফলে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে জনমনে একটি ভীতি রয়েছে। এসব ফল খেলে ক্ষতির আশঙ্কা অনেকেই করেন। কিন্তু এ নিয়ে এই সাধারণ ধারণা বা আলাপ-আলোচনা থাকলেও স্বাস্থ্যের উপর এগুলোর আদৌ কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আছে কিনা তা নিয়ে কোনো গবেষণা সন্ধান পাই নি। তবে ২০০৩ সালে একটি জাতীয় দৈনিকে 'কলা পাকাইবার অপকৌশল' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩ সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটি দল তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে সরকার কলার অনুমোদিত হরমোনই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে "মানবদেহের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।" তবে খালি পায়ে হরমোন স্প্রে করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এবং এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা আছে বলে মন্তব্য করা হয়। হরমোন ব্যবহারও পরিমাণ মতো অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে না বলে ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় "ইথিলিন জাতীয় হরমোন বা রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কলা পাকানো অপকৌশল নয়, এটাই প্রকৃত বাণিজ্যিক কৌশল।" দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখন আবার সময় এসেছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণার।

নমুনা : দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল প্রতিবেদন

১। কলেজ লাইব্রেরির ওপর একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তৈরি

মার্চ ২২, ২০১৪

অধ্যক্ষ

মডেল গার্লস কলেজ

টাঙ্গাইল

সূত্র : আপনার পত্র নং, ২১৩: তারিখ: মার্চ ১, ২০১৪

বিষয় : কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, উল্লিখিত সূত্রমতে আপনার নির্দেশক্রমে মডেল গার্লস কলেজ লাইব্রেরির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিচের প্রতিবেদনটি রচিত এবং আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত হলো।

স্বপন মাহমুদ
প্রভাষক, বাংলা
মডেল গার্লস কলেজ
টাঙ্গাইল

মডেল গার্লস কলেজ লাইব্রেরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

লাইব্রেরি জ্ঞানের ধারক। যে কোনো কলেজে তাই একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মডেল গার্লস কলেজ টাঙ্গাইল শহরের একটি নামকরা কলেজ। এই কলেজেরও একটি লাইব্রেরি আছে। ১৯৭৪ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরের বছর এই লাইব্রেরি স্থাপিত হয়।

সমস্যাগুলি

- কলেজের পরিসর ও অবকাঠামো বৃদ্ধির তুলনায় লাইব্রেরি সমৃদ্ধি লাভ করে নি।
- কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।
- চাহিদার তুলনায় বই অপ্রতুল। নতুন বই কেনা হয় না বললেই চলে।
- লাইব্রেরিতে কোনো লাইব্রেরিয়ান ও ক্যাটালগার নিয়োগ দেওয়া হয় নি। একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে লাইব্রেরিটি পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না।
- শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে বসে পড়ার সুযোগ সীমিত।
- বই ধার নেওয়ার সুযোগ নেই। ফলে এর সর্বোচ্চ সুফল থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।
- প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু কোনো কমিটি নেই বলে সে টাকায় বই বা বুক-সেলফ কেনা হয় নি।
- রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা খুবই সীমিত। যা আছে তা দিয়ে কোনো ভাবেই কাজ চালানো যায় না। আর এগুলোর অবস্থাও নাজুক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সৌজন্য সংখ্যা যথেষ্টভাবে স্থান পেয়েছে লাইব্রেরিতে।
- শিক্ষকদের বই ধার দেওয়ার ব্যাপারে কোনো নিয়ম মেনে চলা হয় না। তাই কিছু বই শিক্ষকদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে।

প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- লাইব্রেরির জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কমিটি গঠন করে প্রতি বছর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে বই কেনা প্রয়োজন।
- লাইব্রেরিতে বই সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ক্যাটালগিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।
- কার্ড সিস্টেম চালু করে বই বাসায় নিয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা দরকার। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরি।

- চ) পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই কেনা এবং সৌজন্য সংখ্যা থেকে বাছাই করা বই লাইব্রেরিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
 ছ) লাইব্রেরির সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গঠন করা দরকার। (প্রতিবেদকের অনুস্বাক্ষর)

২. কল-কারখানায় গোলযোগ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা।

সচিবালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১০ জুন, ২০১৪।

মাননীয় মন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সূত্র : মহোদয়ের পত্র-স্মারক নং-২০১ (ক) ১৭; তারিখ-৬ জুন, ২০১৪

বিষয় : ভাই ভাই গ্রাস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক সংঘর্ষ

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন, উল্লিখিত সূত্র ও বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিমোক্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত হলো :

প্রতিবেদক

আপনার বিশ্বস্ত

আরিক মোহাম্মদ

নিম্নের সহকারী সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

১. বিগত ৫ জুন, ২০১৪ তারিখ সকাল ১১টা ২০ মিনিট ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটে।
২. সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে ঘটনাটি সৃষ্টি হয়েছে।
৩. রহিম শেখ এবং এলাহী বক্স একই মহল্লায় থাকে। এক খণ্ড জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে মামলা-মকদ্দমা ও রেফারেন্সি চলে আসছিল। তারই জের হিসেবে তারা ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদেরকে দুই দলে বিভক্ত করে ফেলে এবং এ কারণেই ঘটনাটি ঘটে।
৪. ভাই ভাই গ্রাস ফ্যাক্টরি শ্রমিক নেতা মানিক এরফে মহল্লায় রহিম শেখ টাকা দিয়ে বক্স

উপস্থিতি ছিল কম। হঠাৎ এলাহী বক্সের ভাড়া করা শ্রমিক নেতা তোরাব আলী দলবল নিয়ে এসে অকথ্য ভাষায় রহিম শেখকে গালাগাল শুরু করে। তখন রহিম শেখের লোকেরাও ফালুর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের হাতেই লাঠিসোটা ছিল। এতে ছয়জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এদের চারজন এখনও হাসপাতালে আছে। শ্রমিক নেতা ফালু নিজেও মারাত্মক আহত অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তার বাটার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

৬. কারখানার নিরাপত্তা কর্মীরা পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে আনত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং অনেক বিলম্বে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
৭. এই ঘটনার জের হিসেবে ফ্যাক্টরি তিনদিন বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়; থমথমে ভাব বিরাজ করছে, উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আবারও একটা গোলমাল হওয়ায় আশঙ্কা আছে।
৮. ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রহিম শেখ ও তোরাব আলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে এর জের হিসেবে উভয় পক্ষ থেকেই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায় তাঁরা জীবনের নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।
৯. ফ্যাক্টরির মালিক তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অতিরিক্ত কোনো তথ্য জানা যায় নি। তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন।
১০. জনস্বার্থে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক করার জন্য বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

(প্রতিবেদকের স্বাক্ষর)

(প্রয়োজনে সিল)

নমুনা: সাধারণ প্রতিবেদন

১. ভাঙনের কবল থেকে কোনো এলাকাকে রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ।

মার্চ ১৮, ২০১৪

জেলা প্রশাসক

মানিকগঞ্জ

মহোদয়,

নিমোক্ত প্রতিবেদনের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশু পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি।

বিনীত

আপনার বিশ্বস্ত,

আশরাফুর রহমান

সংগঠক, জনহিতৈষী সমিতি

মানিকগঞ্জ

ভাঙনের কবল থেকে শিবালয়কে বাঁচান

ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা মানিকগঞ্জ। অল্প কিছুকাল আগেও মানিকগঞ্জ ঢাকার অধীনে ছিল। শিবালয় মানিকগঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। মানিকগঞ্জ জেলা হবার পর থেকে এ অঞ্চলে জনসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে সরকারি অফিস-আদালত স্থাপিত হবার কারণে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে চলে আসতে থাকে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেও অনেকে এখানে বসতি স্থাপন করে। শিবালয় মানিকগঞ্জ সদরের পার্শ্ববর্তী উপজেলা হবার জন্য এখানেও জনসংখ্যার চাপ পড়ে। ইতোমধ্যে শিবালয়ের জনসংখ্যা মানিকগঞ্জের অন্যান্য উপজেলার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। তবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মাদ্রাসাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানুষ অত্যন্ত সুখ ও আনন্দে এখানে জীবনযাপন করছিল। কিন্তু প্রকৃতির বিরূপতা দেখা দিয়েছে সম্প্রতিকালে। শিবালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনার শাখা নদী গতি পরিবর্তন করায় গত দুবছর ধরে শিবালয়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েক শ' হেক্টর কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। গত বছর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাঠটিও নদীগর্ভে লীন হয়। সুনীলপাড়ার কিছু অংশ গত বছর নদীর ভাঙনের কবলে পড়েছে। পাঁছ বছর আগে জেলা পরিষদের অর্থায়নে একটি বাধ নির্মিত হলেও নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের জন্য এখন তা মোটেও কাজে আসছে না। ভাঙনের যে দ্রুততা তা রোধ করা না গেলে আগামী দুবছরের মধ্যে শিবালয় মূল শহরে সেই আত্মসনের আঘাত এসে লাগবে। এতে অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী বসতি অঞ্চল তথা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভাঙনের বর্তমান রূপ ও এর প্রতিক্রিয়ার সামান্যই আপনার সমীপে উপস্থাপন করে জেলার অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার আশু ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অনুশীলনী

- ১। 'যানজট' সমস্যার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ২। খাদ্যে ভেজাল ও এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখ।
- ৩। শিশুশ্রম বন্ধের আবশ্যিকতা তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ৪। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ৫। 'দুর্নীতি ও তার প্রতিকার' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ৬। একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন রচনা কর।
- ৭। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ছাত্র-প্রতিনিধি হিসেবে একটি বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন লেখ।
- ৮। তোমার দেখা একটি বইমেলা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ৯। বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে বা বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
- ১০। কলেজ রোডের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন লেখ।